দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

15

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘাটতি বাজেট পূরণে ছাত্র সুবিধা হ্রাস ঃ বিক্ষোভ ভাঙচুর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২৯শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট কমিয়ে আনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হ্রাস করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হ্রাসের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্ররা মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধের চুক্তিনামায় সম্মতি জানানোর কারণে কোন ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য মিছিল মিটিং করেনি, তবে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হ্রাস প্রতিবাদে স্মারকলিপি ও পোষ্টার সেঁটেছে। ছাত্র–ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য পরিবহন সংখ্যা হ্রাস এবং একটি ট্রিপ কমিয়ে দিয়ে আর্থিক সাশ্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

* **যেভাবে বাজেট ঘাটতি হয়েছে** ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৫ হতে ১৯৯৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত একাধিক পরিকল্পনায় রাজস্ব ও উন্নয়নখাতের বাজেট ছিল ৪২ কোটি টাকা– পরিকল্পনার সর্বশেষ পর্যায়ে এসে ২ কোটি ২৬ লাখ টাকার ঘাটতি বাজেট ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে ২৫শে অক্টোবর হতে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ ও শৈলকুপায় ছাত্র–ছাত্রীদের আনা–নেয়ার জন্য ১০ ১৫ এর একটা ট্রিপের ৮টি গাড়ি কোন ধরনের নোটিশ ছাড়াই বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে আসার সুযোগ না পেয়ে পরদিন পরিবহন অফিস ভাঙচুর করে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আবাসিক সুবিধা আছে মাত্র ১ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য। বাকি ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ১৫০ জন শিক্ষক ও ৪ শতাধিক কর্মকর্তার পরিবহনের জন্য গাড়ি আছে নিজস্ব ৫টি এবং ভাড়া করা ১৩টি। তার মধ্যে শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ৫টি আর ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য ১৩টি। পরিবহন ভাড়া খাতে প্রতিমাসে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। এইখানে প্রতিদিন পরিবহনের ৮টি ট্রিপ কমিয়ে দিলে প্রতিদিন ৫ হাজার টাকা কমানো সম্ভব। ফলে বছরে ৬০ হাজার টাকা কমিয়ে আনা সম্ভব বলে ট্রেজারার মাহাতাব উদ্দিন সরকার জানান। তবে আশ্চর্যের বিষয়, ঘাটতি বাজেট মেকাপ দিতে ছাত্র সুবিধা হ্রাস করলেও শিক্ষক কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা আগের মতই বহাল আছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে খালেদা জিয়া হল, লাইব্রেরি ভবন বিশ্ববিদ্যালয় ডরমেটরি ও রেস্ট হাউজ নির্মিত হলে বাড়তি লোক নিয়োগ করতে হয়, কিন্তু তাদের জন্য কোন Post Create ছিল না এবং বাজেটও ছিল না, সেইসাথে দলীয় চাপ, শিক্ষক কর্মকর্তাদের চাপের মুখে তাদের আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ এবং শিক্ষক কর্মকর্তাদের মেয়াদ উত্তীর্নের আগেই পদোন্নতি দেয়ায় ২ কোটি ২৬ লাখ টাকার বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়। ৩ বছর আগেও যেখানে ৫০ লাখ টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট ছিল বর্তমানে বাজেট ঘাটতি এসে দাঁড়ায় ২ কোটি ২৬ লাখে। এছাড়াও পরিবহন খাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হচ্ছে। সাবকে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কার্যক্রম চলেনি, ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তারা কেউ ক্যাম্পাসে যাননি তবু ১০ দিনের পরিবহন ভাড়া খাতে ৪ লক্ষাধিক টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। পরিবহন মালিকদের সাথে যোগসাজশে এক ট্রিপের গাড়িকে ৩ ট্রিপ দেখিয়ে বিল করার অভিযোগ ছাত্র সংগঠনগুলো করেছে। পরিবহন ক্ষেত্রে বড় ধরনের অপচয় এবং ভুয়া বিল অডিট কর্মকর্তা কর্তন করলে পরিবহন বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী অডিটরকে লাঞ্ছিত করে।